প্রথম আলো

তারিখ JUL. 8 1999
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ১

97

সম্পাদকীয়

মাদ্রাসা নিয়ে রাজনীতি

সরকারকে শক্তভাবে নিয়মনীতি মেনে চলতে হবে

মাদ্রাসা শিক্ষা সংকোচনের ভিত্তিহীন অভিযোগ তুলে গত সোমবার চট্টগ্রামের আন্দরকিল্লা শাহী জামে মসজিদে ধর্ম প্রতিমন্ত্রী মাওলানা নূরুল ইসলামকে নাজেহাল করেছেন কিছু 'মুসল্লি'। মসজিদের ভেতরে উচ্ছৃঙ্খল ও মারমুখী আচরণের দ্বারা তারা প্রমাণ করতে পারবেন না যে ইসলামের জন্য তাদেরই সবচেয়ে বেশি দরদ। কারণ এহেন আচরণকে ইসলাম সমর্থন করে না, সাধারণ ধর্মপ্রাণ সমাজ এটাকে মেনে নিতে পারে না এবং আইনের দৃষ্টিতে এটা একটা গর্হিত অপরাধ।

মাদ্রাসা শিক্ষার সংকোচন ঘটছে না প্রসার ঘটছে সে ব্যাপারে বস্তুনিষ্ঠ তথ্য-উপাত্তের তোয়াক্কা না করেই একটি মহল পাইকারি অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছে যে, এই সরকার মাদ্রাসা শিক্ষা তথা ইসলামি শিক্ষা ধ্বংসের ষড়যন্ত্রে নেমেছে। এই মহলটি ইসলামের স্বার্থে ইসলাম দরদী হলে দেখতে পেতো যে বর্তমান সরকারের আমলে মাদ্রাসা শিক্ষার সংকোচন নয়, প্রসার ঘটেছে। মহলটি ইসলামকে নিয়ে রাজনীতি করে; রাজনীতির স্বার্থেই তারা ইসলাম দরদী। মাদ্রাসার কথা বলে, ধর্মীয় উন্মাদনা সৃষ্টি করে তারা আসলে কিছু মাদ্রাসার অনিয়ম দুর্নীতিকে ধামাচাপা দিতে চায়।

সরকার বলছে মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধের কোনো কার্যক্রম তাদের নেই। সংসদে শিক্ষামন্ত্রী জানিয়েছেন 'দেশে কোনো মাদ্রাসা বন্ধ করা হয়নি বরং গত অর্থবছরে আরো ২০০ মাদ্রাসা বাড়ানো হয়েছে।'

মাদ্রাসা শিক্ষা সংকোচনের অভিযোগ উঠেছে দুর্নীতির কারণে কিছু মাদ্রাসার সরকারি অনুদান সাময়িকভাবে স্থগিত করার ফলে। অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মতো মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠারও নীতিমালা আছে। সেসব নীতিমালা মানা না হলে, অনিয়ম দুর্নীতির আশ্রয় নেয়া হলে সরকার অবশ্যই তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারে। যেসব মাদ্রাসা নীতিমালার শর্তাবলি পূরণ করতে পারেনি তাদের অনুদান বন্ধ করা হয়েছে, যেমনটি অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও করা হয়েছে। এটাকেই মাদ্রাসা শিক্ষা সংকোচনের ষড়যন্ত্র হিসেবে প্রচার করার মধ্যে কোনো বুদ্ধি-বিবেচনা বা সৎ উদ্দেশ্যের পরিচয় মেলে না।

বড় বিস্ময়ের ব্যাপার যে, মাদ্রাসা শিক্ষার জন্য প্রাণপাতকারী এই মহলটির সঙ্গে একই সুরে বিবৃতি বক্তৃতা শোনা যাচ্ছে প্রধান বিরোধী দল বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার মতো দায়িত্বশীল নেত্রীর কণ্ঠেও। তিনি কি চান না শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো এ ব্যাপারে গৃহীত নীতিমালার ভিত্তিতে চলুক? অনিয়ম হলে তার শাস্তির বিধান করা যাবে না—এটা কি বেগম জিয়াও সমর্থন করবেন? 'মাদ্রাসা' নাম দিলেই কিছু লোক ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক, গ্রন্থাগার, চেয়ার-টেবিল ইত্যাদি অত্যাবশ্যকীয় উপাদানগুলো ছাড়াই সরকারের অনুদান পাওয়ার যোগ্য হবে এবং সরকার তা দিতে অস্বীকৃতি জানালে বলা হবে, 'এই সরকার মাদ্রাসা শিক্ষা তথা ইসলামি শিক্ষার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে নেমেছে'—এ কেমন কথা?

শিক্ষামন্ত্রী সংসদে অভিযোগ করেছেন, মাদ্রাসা শিক্ষার ব্যাপারে বিরোধী দল রাজনৈতিক কারণে ইস্যু সৃষ্টির জন্য অপপ্রচার চালিয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করছে। আমরা আশা করবো, বিরোধী দলের নেতৃবৃন্দ এই অভিযোগটি বিবেচনা করবেন। এটি ভালো অভিযোগ নয়। আন্দোলনের জন্য অনেক জরুরি ও প্রকৃত ইস্যু রয়েছে—যেগুলোর প্রতি মনোযোগ দেয়া এ মুহূর্তে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সেগুলো বিরোধী দলের জন্যও বেশ ফলদায়ী হতে পারে।

রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের অপপ্রচারের মুখে সরকার মাদ্রাসা শিক্ষা বা অন্যান্য শিক্ষার ক্ষেত্রে দুর্নীতি ও অনিয়মের বিরুদ্ধে দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণে যেন শিথিলতা না দেখায়। দুর্নীতিকে কোথাও কোনোভাবে প্রশ্রয় দেয়া চলবে না।